THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

IFAD
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Hortex

ডেভেলপমেন্ট অব ভ্যালু চেইন

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ টু প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)

প্রকল্পের আওতায় ডিএই এবং হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে করণীয় বিষয়

হর্টেক্স ফাউন্ডেশন

সেচভবন (৪র্থ তলা), ২২ মানিক মিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ০২-৯১২৫১৮১, পিএবিএক্স ঃ ৯১৩৮৭৬৮, ফ্যাক্স ঃ ৯১২৫১৮১, ৯১৪১৩৩১
E-mail: hortex@hortex.org
Website: www.hortex.org, https://hortex.portal.gov.bd

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ টু প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)

এর আওতায় ডিএই এবং হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে করণীয় বিষয়

বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় উচ্চমূল্য ফসল যেমন-শাক সবজি, ফুল-ফল ও সুগন্ধি চাল ইত্যাদির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ এবং লাভজনক বাজারজাতকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশের কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তি বিশেষ করে সেচ ব্যবস্থার প্রসার, মান সম্মত বীজের ব্যবহার, সুষম সার ব্যবহার, বালাই ব্যবস্থাপনা এবং সঠিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন ফসলের পাশাপাশি ফল-সবজির উৎপাদনও বহুলাংশে বেড়েছে। তবে ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ত্রুটির কারণে উৎপাদিত ফল সবজির ২২-৪০ শতাংশ অপচয় হয় যা' কোন ভাবেই কাম্য নয়। তাছাড়াও এ ত্রুটির জন্য উৎপাদিত পণ্যের গুণমান নষ্ট হয় ফলে কৃষক যেমন তার ফসলের ন্যায্য দাম পায়না অন্যদিকে ভোক্তাও তার চাহিদা অনুযায়ী বাজারে মানসম্পন্ন পণ্য পায়না। তাই জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি কর্মসূচি-ফেজ টু প্রকল্প (এনএটিপি-২) এর আওতায় ডিএই ও হর্টেক্স ফাউন্ডেশন কৌশলগত অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচিত উচ্চমূল্য ফসলের আনুভূমিক ও উল্লম্ব সম্প্রসারণ (Horizontal and Vertical Expansion) কার্যক্রমে ফসল সংগ্রহোত্তর অপচয় (Post Harvest Loss) রোধ এবং বাজার ব্যবস্থার (Value Chain Development) উন্নয়নের লক্ষ্যে ২২টি জেলার ৩০টি নির্বাচিত উপজেলায় কাজ করবে।

অধিভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ: কৃষি মন্ত্রণালয় (লিড মিনিস্ট্রি) এবং মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রকল্প মেয়াদ : ০৫ বছর

প্রকল্প শুরুর সময় : ০১ অক্টোবর ২০১৫ খ্রি.

প্রকল্প শেষের সময় : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১খ্রি.

ডিএই ও হর্টেক্স ফাউন্ডেশন-এর অংশীদারিত্বের উদ্দেশ্য ঃ

এনএটিপি-২ এর ডিএই-হর্টেক্স ফাউন্ডেশন অংশ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য হলো দেশের ২২টি জেলার ৩০টি নির্বাচিত উপজেলায় ক্ষুদ্র কৃষকদের উচ্চ মূল্য ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যের সংগ্রহোত্তর অপচয় রোধ, ওয়াসিং, গ্রেডিং ও প্যাকেজিং করে উন্নত বাজার ব্যবস্থাপনার সুযোগ সৃষ্টি করা।

এনএটিপি-২ এর সহায়তায় হর্টেক্স ফাউন্ডেশন নির্বাচিত ৩০টি উপজেলার ৬০০টি কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপের (CIG) ১৫০০০ সদস্য কৃষক/কৃষাণিকে উচ্চ মূল্য ফসল উৎপাদন, ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও বাজার সংযোগের মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত ১৫০০০ মে.টন কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত কার্যাবলী বাস্তবায়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কে কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে-

- উৎপাদিত পণ্যের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন
- ফসল সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
- বাজার ব্যবস্থা উন্নয়ন

ভ্যালু চেইন উন্নয়নের মূল কার্যক্রম ঃ

৬ টি উচ্চ মূল ফসলের (বেগুন, করলা, মিষ্টি কুমড়া, টমেটো/গ্রীষ্মকালীন সহ, কলা ও সুগন্ধি চাল) উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের জন্য:

- ভ্যালু চেইন ক্লাস্টার গঠন।
- চুক্তি ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থাপনা (Contract Farming)।
- ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, প্যাকেজিং ও পরিবহন।
- ফসল সংগ্রহ কেন্দ্র (Collection Point) স্থাপন।
- প্রকল্পাধীন উপজেলার নির্বাচিত বাজারের সুনির্দিষ্ট অবকাঠামো নির্মাণ/ সংস্কার করে উন্নত বাজারজাতকরণ কেন্দ্র (CCMC) স্থাপন ।
- নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে গনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম।

উপরোল্লিখিত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত উপজেলার ডিএই'র কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (ToT) প্রদান করা হবে। এছাড়া, নির্বাচিত সিআইজির সদস্য কৃষক/কৃষাণিদের, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

নির্বাচিত ৩০টি উপজেলায় বিভিন্ন উচ্চ মূল্য ফসলের আনুভূমিক সম্প্রসারণ (Horizontal Expansion)। একই সঙ্গে বেগুন, করলা, মিষ্টি কুমড়া, টমেটো, কলা ও সুগন্ধি চালের উল্লম্ব সম্প্রসারণ (Vertical Expansion) ও বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য ৩০টি ক্লাস্টার চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে বেগুনের জন্য ৬টি উপজেলা, করলার ৫টি, টমেটোর ৬টি (৪টি শীতকালীন ও ২টি গ্রীষ্মকালীন), মিষ্টি কুমড়ার ৫টি, কলার ৫টি এবং সুগন্ধি চালের জন্য ৩টি উপজেলা নির্বাচিত করা হয়েছে। ক্লাস্টার গুলো হলো-

বেগুন-৬টি ক্লাস্টার	করলা-৫টি ক্লাস্টার	টমেটো-৬টি ক্লাস্টার		মিষ্টিকুমড়া-৫টি ক্লাস্টার	কলা-৫টি ক্লাস্টার	সুগন্ধি চাল-৩টি ক্লাস্টার
		শীতকালীন	গ্রীষ্মকালীন			
১. রায়পুরা নরসিংদী	১. কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ	১. চান্দিনা, কুমিল্লা	১. বাঘারপাড়া, যশোর	১. সদর, বগুড়া	১. শিবগঞ্জ, বগুড়া	১. বীরগঞ্জ, দিনাজপুর
২. শিবপুর, নরসিংদী	২. মধুপুর, টাঙ্গাইল	২. দঃ সুরমা, সিলেট	২. ঝিকরগাছা, যশোর	২. বড়াইগ্রাম, নাটোর	২. পলাশবাড়ি, গাইবান্ধা	২. চিরিরবন্দর, দিনাজপুর
৩. সদর, যশোর	৩. বেলাবো, নরসিংদী	৩. মীরসরাই, চট্টগ্রাম		৩. দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল	৩. কাপাসিয়া, গাজীপুর	৩. নকলা, শেরপুর
৪. ইসলামপুর, জামালপুর	৪. সদর, নওগাঁ	৪. গোদাগাড়ী, রাজশাহী		৪. সদর, কিশোরগঞ্জ	৪. সদর, খাগড়াছড়ি	
৫. শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	৫. মিঠাপুকুর, রংপুর			৫. সাভার, ঢাকা	৫. মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ	
৬. পার্বতীপুর, দিনাজপুর						

প্রকল্প এলাকা : সাভার, বেলাবো, শিবপুর, রায়পুরা, মধুপুর, দেলদুয়ার, মুক্তাগাছা, ইসলামপুর, নকলা, কাপাসিয়া, কিশোরগঞ্জ সদর, চান্দিনা, দক্ষিণ সুরমা, শ্রীমঙ্গল, মীরসরাই, খাগড়াছড়ি সদর, শিবগঞ্জ, বগুড়া সদর, মিঠাপুকুর, পার্বতীপুর, বীরগঞ্জ, চিরির বন্দর, পলাশবাড়ি, বড়াইগ্রাম, নওগাঁ সদর, গোদাগাড়ী, যশোর সদর, ঝিকরগাছা, বাঘারপাড়া ও কালিগঞ্জ উপজেলা।

ডিএই'র কৌশলগত অংশীদার (Strategic Partner) হিসেবে হর্টেক্স ফাউন্ডেশন এর সার্বিক কার্যক্রম হলো-

- নতুন এবং পুরাতন মিলে নির্বাচিত ৩০টি উপজেলায় যে সকল উচ্চ মূল্য ফসল সর্বাধিক চাষাবাদ হয় তার আনুভূমিক সম্প্রসারণ (Horizontal Expansion) করা।
- ৬টি উচ্চ মূল্য ফসল-বেগুন, করলা, মিষ্টি কুমড়া, টমেটো/গ্রীষ্মকালীন টমেটো, কলা ও সুগন্ধি চালের অবস্থান চিহ্নিত করে ৩০টি উপজেলার ৩০টি গুচ্ছ (cluster) ফসল ওয়ারী ৬টি শ্রেণি ভাগ করে উল্লম্ব সম্প্রসারণ (Vertical Expansion) করা।
- বিদ্যমান বাজার জরিপ, বাজার সমীক্ষা ও ভ্যালু চেইন বিশ্লেষণ করা।
- সিআইজি, প্রডিউসার অর্গানাইজেশন এবং ডিএই'র কর্মকর্তাদের ভ্যালু চেইন ও মার্কেটিং ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রডিউসার অর্গানাইজেশন গুলোকে পণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাত করণ কেন্দ্র (CCMC) স্থাপনে সহায়তা, বিদ্যমান বাজার সংস্কার/মেরামত করে স্বল্পকালীন সংরক্ষণ ও উন্নত ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা সুবিধা প্রদান।
- ব্যবসায়ী, সুপার মার্কেট, প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠান এবং রপ্তানিকারকদের সংগে সিআইজি/প্রডিউসার অর্গানাইজেশন এর বাজার সংযোগ/চুক্তি ভিত্তিক উৎপাদন (Contract Farming) ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- প্রযুক্তি প্রয়োগে সহায়ক অনুদান (Matching Grant) হিসেবে "এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-২" এবং "এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-৩" প্রাপ্তিতে সিআইজি/প্রডিউসার অর্গানাইজেশন/উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা গড়ে তোলা।
- নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য গনসংযোগমূলক প্রচার কার্যক্রমের আয়োজন করা।

সুনির্দিষ্ট করণীয় :

- ডিএই ও হর্টেক্স কর্মকর্তার দক্ষতা উন্নয়ন-১৮টি প্রশিক্ষণ
- সিআইজি কৃষক/কৃষাণির দক্ষতা উন্নয়ন-৫০০টি অবহিত করণ (Orientation) ও পুনঃঅবহিত করণ (Refreshers) প্রশিক্ষণ
- ৩০টি উৎপাদক সংগঠনের (Producer Organization) দক্ষতা বৃদ্ধি-১৫০ টি প্রশিক্ষণ
- উৎপাদক সংগঠনের জন্য ফসল সংগ্রহোত্তর ও বাজারজাতকরণের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করণ (৫০০০ টি প্লাস্টিক ক্রেইট, ৯০টি রিক্সাভ্যান, ৬০০টি সর্টিংম্যাট, ৬০টি ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি) কৃষি পণ্যের গুনগতমান যাচাইয়ের জন্য ৬০টি নমুনা পরীক্ষাগারে প্রেরণ
- উৎপাদক সংগঠনের জন্য বাজার সংযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে, ২০টি কালেকশন পয়েন্ট ও ৩০টি ভাড়া ভিত্তিক সিসিএমসি (Commodity Collection & Marketing Centre) স্থাপন করা। সেই সাথে ৫০টি প্রচারণা সভা করা।
- উদ্যোক্তাদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তথ্য ভান্ডার তৈরি করা।
- সিআইজি (CIG) এবং উৎপাদক সংস্থার আর্থিক পরামর্শ সেবা- (২২টি প্রশিক্ষণ, ৯০টি আর্থিক প্রস্তাবনা AIF-2 এবং AIF-3 তৈরীতে সহায়তা করা) ।
- ৩০টি গুচ্ছ ভিত্তিক (cluster based) ভ্যালু চেইন বিশ্লেষণ।
- ৩০টি উপজেলায় বিদ্যমান বাজার জরিপ ও সমীক্ষা।
- ১০টি নির্বাচিত বাজার (Niche Market) সংস্কার/মেরামত কাজ সম্পন্ন করা।
- ১০টি বাজার, ২০টি কালেকশন পয়েন্ট ও ৩০টি (CCMC) তে যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সরবরাহ করা।
- রেডিও, টিভিতে নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে প্রচারণা।
- ১০টি অভিজ্ঞতা অর্জনমূলক ভ্রমণের আয়োজন।
- জাতীয় পর্যায়ে ১০টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন।
- দেশে অনুষ্ঠিত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মেলায় অংশ গ্রহন।

জুন ২০১৮, ২০০০ কপি